জীবনদাতা যীশু

(Jesus, the Life Giver)

লূক ৭ অধ্যায় ১১-১৭ পদ

আজ আমরা লূক লিখিত সুসমাচার ৭:১১-১৭ পদ পাঠ করেছি। আর শাস্ত্রের এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একজন বিধবার একমাত্র সন্তান, যে মারা গেছিল, যীশু তাকে পুনরায় জীবিত করেছেন। যীশু কেবল অসুস্থকে স্পর্শ করে সুস্থ করেননি, কিংবা দূর থেকে কেবল কথার দ্বারা অসুস্থকে সুস্থ করেননি, তিনি এমনকী মৃতকে পর্যন্ত জীবন দিয়েছেন। এখন এই ঘটনার বিবরণ কেবল লূকের সুসমাচারে যদিও দেওয়া হয়েছে, আমরা এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কখনও কোনও প্রশ্ন করতে পারি না, কারণ লূক ৭:২২ পদে, একাধিক মৃতকে উত্থাপিত করার কথা যীশু নিজে ঘোষণা করেছেন। যিনি তাঁর বাক্য দিয়ে এই বিশ্ব-ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষের মধ্যে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে আনা কোনও অসম্ভব বিষয় নয়।

আমাদের প্রত্যেকের কাছেই মৃত্যু হল যন্ত্রণার বিষয়। আবার মৃত্যুর সেই যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন সেই মৃত্যু কোনও অল্প বয়সীর হয়, হঠাৎ হয়, কিংবা সেই মৃত্যুর পূর্বে কষ্টভোগ করতে হয়। কিন্তু আমরা কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারি না, কারণ বাইবেল বলে *"পাপের বেতন মৃত্যু"* (রোমীয় ৬:২৩) এবং *"আমরা সকলেই পাপ করেছি, ও ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছি"* (রোমীয় ৩:২৩)। আজ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তা যেভাবে চলে, সেইভাবে চলার জন্য কিন্তু ঈশ্বর তা সৃষ্টি করেননি, আমরাই এর জন্য দায়ী; আমাদেরই পাপাচরণ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ও বোকার মতো কাজ এই পৃথিবীকে এমন আকার দিয়েছে। কিন্তু যখন খুব কাছের কোনও ব্যক্তি হঠাৎ, অকালে প্রাণ হারায়, তখন আমরা ঈশ্বরের উপর রেগে যাই, এবং এমন ব্যবহার করি যে, আমাদের কষ্টের জন্য তিনিই দায়ী।

আজকের শাস্ত্রাংশে সেই বিধবা ভদ্রমহিলা যখন তার একমাত্র পুত্রকে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার মনের কষ্ট যে কত মারাত্মক ছিল, তা আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি। কারণ, আমরাও হয়ত আমাদের প্রিয়জনদের হারানোর কষ্ট ভোগ করেছি। কিংবা আমাদের খুব কাছের কোনও ব্যক্তিকে সেই ধরণের কষ্ট ভোগ করতে দেখেছি। সত্য হল, আমরা প্রত্যেকেই এই ধরণের ঘটনার মুখোমুখি হতে পারি। আর তখন আমরা এমন প্রশ্ন করতে পারি: আমার মতো দুঃখীর জন্য ঈশ্বর কি আমাকে কোনও সান্ত্বনা দিতে পারেন? কবরেই কি সমস্ত আশার সমাপ্তি, না কি, কবরপ্রাপ্ত হবার পরও আমাদের জন্য আশা আছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগকে ঈশ্বরের প্রতি কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যিনি *"করুণা-সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর"* (২করিন্থীয় ১:৩)।

ক। <u>যীশু সেই মৃত্যু-বিধ্বস্ত বিধবার কাছে গেলেন (১১-১৩ পদ)</u>: যীশুকে বিশ্বাস করার অর্থ, পার্থিব জীবনে দুঃখ, কষ্ট বা যন্ত্রণামুক্ত হওয়া নয়। শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক কষ্ট, সামাজিক ভেদাভেদ, রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক স্বল্পতা হল এমন সমস্ত বিষয়, যেগুলি আমাদের পার্থিব জীবনের নিত্যসঙ্গী। কেবল তা-ই নয়, এদের সঙ্গে আছে আবার প্রিয়জনের মৃত্যু। অবিশ্বাসীদের ন্যায় বিশ্বাসী আমরাও এদের সহ্য করতে বাধ্য। কারণ এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে পাপের ফলস্বরূপ এদের উপস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে একজন অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীর অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য হল, আমাদের ঈশ্বর হলেন, এমন ব্যক্তি, যিনি এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং আমাদের সেই সমস্ত কষ্ট উপলব্ধি করেন।

১১ পদে লূক লিখেছে, *"কিছু কাল পরে তিনি (যীশু) নায়িন্ নামক নগরে যাত্রা করলেন, এবং তাঁর শিষ্যরা ও বিস্তর লোক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল।"* এই নগরের কথা কেবল এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা এর কথা বাইবেলে আর কোথাও পাই না। আজকের দিনে, আমরা গালীলে '**নেইন**' নামে একটি ছোট্ট গ্রামকে দেখতে পাই, যা কফরনাহূম থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং নাসরৎ থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। আজকের দিনে এই গ্রামকে যেমন কেউ চেনে না, তখনকার দিনেও এর একই চেহারা ছিল। যার অর্থ, এই গ্রামের লোকরা প্রায় সকলেই ছিল দরিদ্র, অশিক্ষিত, অবহেলিত। যীশুর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ন্যায় একজন জনপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এমন অনামী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা আমাদের অবাক করে। আমরা যীশুর ভাইদের কথা স্মরণ করতে পারি, *"এখান থেকে প্রস্থান কর, যিহূদিয়াতে চলে যাও; যেন তুমি যা যা করছ, তোমার সেই সমস্ত কাজ তোমার শিষ্যরাও দেখতে পায়। কারণ এমন কেউ নেই, যে গোপনে কাজ করে, আর নিজে সপ্রকাশ হতে চেষ্টা করে। তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করছে, তখন নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ কর"* (যোহন ৭:৩-৪)। তারা যীশুকে ভুল বুঝেছিল, মানুষের জনপ্রিয়তা কুড়াতে যীশু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি; পরিবর্তে, পাপের দ্বারা যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মানুষ আমাদের সাহচর্য দিতে, সান্ত্বনা দিতে, সর্বোপরি সেই পাপ থেকে উদ্ধার করতে স্বর্গ ছেড়ে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তাই ১২ পদে আমরা দেখতে পাই, *"যখন তিনি (যীশু) নগর-দ্বারের কাছে এলেন, দেখ, লোকেরা একটি মরা মানুষকে বহন করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল; যে নিজের মায়ের একমাত্র পুত্র, এবং সেই মা বিধবা; আর নগরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল।"* এখন, এইভাবে হঠাৎ সেই অনামী গ্রামের উদ্দেশে যীশুর যাত্রা এবং নগরদ্বারের মুখে সেই শবযাত্রার সঙ্গে যীশুর সাক্ষাতকে যদিও অনেকে কাকতালীয় বলতে পারেন, বিশ্বাসী আমরা কিন্তু এর মধ্যে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে দেখতে পাই। আর এই সত্য কেবল সেদিনের জন্য নয়, আজকের দিনেও আমাদের জীবনে একইভাবে প্রযোজ্য। ***অপরাধে ও পাপে মৃত*** (ইফিষীয় ২:১) আমাদের জীবনে সুসমাচারের প্রচারকে ব্যবহার করে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর যখন আমাদের নতুন-জন্ম দেন, তখনও তিনি একইভাবে সেই বিধবার ন্যায় আমাদের জীবনে আমাদের খোঁজে এসে থাকেন।

এখানে যে মহিলা তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছে, তার বিষয় বলা হয়েছে, সেই মহিলা ছিল একজন বিধবা। যার অর্থ, তার জীবনে সে এর আগে আরও একবার এমন শবযাত্রার প্রথমে ছিল, যখন তার স্বামীকে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে এর আগে তার স্বামীকে কবর দিয়েছে, আর আজ একমাত্র পুত্রকে কবর দিতে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ, স্বামীকে হারাবার পর, তার জীবনে যে একমাত্র আশার আলো ছিল– যে তাকে ভালোবাসবে, তার যত্ন নেবে, তার অসুস্থতার সময় সেবা করবে, বৃদ্ধ বয়সে তার ব্যয়ভার বহন করবে (সেই সময় পেনশন বা বৃদ্ধাবাসের কোনও সংস্থান ছিল না), সেই একমাত্র পুত্রকে সে হারিয়েছে। আর সে নিজ হাতে তার একমাত্র পুত্রকে কবর দিতে যাচ্ছে। পিতামাতাদের কাছে নিজের সন্তানকে কবর দেওয়া থেকে মর্মান্তিক কি কিছু থাকতে পারে? এই ভদ্রমহিলা সমস্ত দিক থেকে বিধ্বস্ত।

কিন্তু এমন একজন বিধ্বস্ত মহিলার জন্য যীশু সেদিন সেই অনামী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। তার পুত্রকে কবর দেবার জন্য শোভাযাত্রা করে সেই মহিলার সঙ্গে তার আত্মীয়-প্রিয়জনরা যখন নগরের বাইরে চলেছে, তখন অন্যদিক থেকে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সেই নগরে প্রবেশ করছেন। মৃত্যুকে দেখে মর্মাহত হওয়া বা দুঃখিত হওয়া, কিংবা মৃত্যুর দার্শনিক সত্য উপলব্ধি করতে সন্নাস-যাত্রা করা নয়, কিন্তু ***মৃত্যুর কর্তৃত্বকারী দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে ও মৃত্যুভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বকারী আমাদের উদ্ধার যীশু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন*** (ইব্রীয় ২:১৪-১৫)। তাই তিনি সেই বিধবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। ১৩ পদে বলা হয়েছে, *"তাকে (সেই পুত্রহারা বিধবাকে) দেখে প্রভু তাঁর প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, এবং তাঁকে বললেন কেঁদো না।"* যীশুকে দেখে সেই বিধবা তাঁকে কোনও অনুরোধ করেনি, কারণ সে হয়ত ভেবেছিল, তার পুত্র বেঁচে থাকলে, যীশু তাকে সুস্থ করতে পারতেন; কিন্তু সে এখন মৃত, যীশুর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। সে তার পুত্রের পুনরায় জীবনলাভকে কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি।

কিন্তু তার কল্পনাকে অতিক্রম করে, যীশুই প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করলেন। তিনি নিজে তার কাছে এগিয়ে গেলেন। হয়ত এই অজপাড়াগাঁয়ের মহিলা যীশুকে জানত না, যীশুর কথা কখনও শোনেনি, কিন্তু যীশু তাঁকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ, আর তাই তার দুঃখে তাকে সান্ত্বনা দিতে যীশু সেখানে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে উপস্থিত হয়েছেন। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, *"তিনি যাদের পূর্বে জানতেন, তাদের নিজের পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য পূর্বে মনোনীত করলেন, . . . আহ্বান করলেন, . . . ধার্মিকগণিতও করলেন"* (রোমীয় ৮:২৯-৩০, ইফিষীয় ১:৪)। আজ এখানে আমরা যারা তাঁকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বিশ্বাস করে পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি, তারা যে নিজেদের প্রচেষ্টা ও ক্ষমতায় তাঁর কাছে এসেছি, তা নয়, তিনিই আমাদের মনোনীত করেছেন, তিনি নিজেই আমাদের কাছে এসেছেন ও আমাদের নতুনজন্ম দিয়েছেন।

খ। <u>যীশু সেই বিধবার মৃত পুত্রকে জীবিত করলেন (১৪-১৫ পদ)</u>: কেবল মুখের কথায় যীশু সেই বিধবাকে সান্ত্বনা দেননি। যীশু যখন তাকে বলেছিলেন, *"কেঁদো না,"* তখন তাঁর সেই কথা শুনে হয়ত অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিল, *"কাঁদবে না, এর কী কষ্ট, তা কি আপনি জানেন?"* সত্য হল, হ্যাঁ, তিনি ভালো করেই সেই কষ্ট যে কতখানি মারাত্মক, তা জানেন; কেবল তা-ই নয়, আরও সত্য হল, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পারেন, তাকে সেই কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে। তাই ১৪-১৫ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে (যীশু) কাছে গিয়ে খাট স্পর্শ করলেন, আর বাহকরা দাঁড়াল। তিনি বললেন, হে যুবক, তোমাকে বলছি, উঠ। তাতে সেই মরা মানুষটি উঠে বসল, এবং কথা বলতে লাগল; পরে তিনি (যীশু) তাকে তার মায়ের হাতে সমর্পণ করলেন।"*** ইহুদিদের ইতিহাসে যীশু সেদিন যে কাজটি করলেন, তা ছিল যুগান্তকারী। কারণ যীশু সেই মরার খাট স্পর্শ করেছিলেন, যা গণনাপুস্তক ১৯:১১-২২ পদানুসারে, তাঁকে অশুচি করতে পারত। কিন্তু তীত ১:১৫ পদানুসারে, ***"শুচিদের কাছে সকলই শুচি।"*** কেবল তা-ই নয়, করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে সান্নিধ্য যাঁকে অশুচি করতে পারে না, তাঁকে কি মরার খাট অশুচি করতে পারে। তাই, সেই খাট স্পর্শ করার দ্বারা অশুচি হবার পরিবর্তে, তিনি মৃত্যু ও অশুচিতার উপর জয় ঘোষণা করলেন। খাট স্পর্শ করে যীশু সেই খাট বহনকারীদের দাঁড়াতে বললেন। তারা যখন দাঁড়াল, যীশু সেই মৃত যুবককে বললেন, ***'উঠ।"*** আর যীশুর সেই আদেশ শুনে সেই মৃত যুবক উঠে বসল ও কথা বলতে লাগল। আমরা ভুলে যাব না, এই ঘটনার কথা কে লিপিবদ্ধ করেছে। হ্যাঁ, ***পৌলের প্রিয় চিকিৎসক লূক*** (কলসীয় ৪:১৪) এই ঘটনার কথা লিখেছে; সেই যুবকের মৃত্যুকে প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ নেই।

এর পর যীশু যখন সেই যুবককে তার মায়ের কাছে সমর্পণ করেছিলেন, তখন সেই মায়ের মুখটিকে আমরা কল্পনা করতে পারি। সে হয়ত আনন্দে চীৎকার করেছিল, তার পুত্রকে অনেক ক্ষণ জড়িয়ে ধরেছিল, লম্ফ-ঝম্ফ করেছিল, তার চোখ থেকে আনন্দ-অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল।

সেদিন যীশু সেই মৃত যুবককে যেভাবে জীবিত করেছিলেন, আমরা তার মধ্যে আধাত্মিকভাবে মৃত আমাদের জীবিত হবার উপমাকে *(analogy)* দেখতে পাই। ইফিষীয় ২:৪-৫ পদে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলে, নিজের যে মহাপ্রেমে আমাদের প্রেম করলেন, তার জন্য আমাদের, এমনকী, অপরাধে মৃত আমাদের খ্রীস্টের সঙ্গে জীবিত করলেন।"*** পাপে ও অপরাধে মৃত হওয়ায়, আমরা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে, অর্থাৎ আত্মিকভাবে আমরা সকলেই মৃত। এই যুবকের ন্যায় আমাদেরও সকলের পরিস্থিতি এক। আমরা মৃত। মৃত আমরা নিজেরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে পারি না। এই মৃত যুবক যেমন কিছুই করেনি, আমরাও তেমনই পাপে মৃত আমাদের পরিস্থিতি থেকে নিজেদের উদ্ধারার্থে আমরা কিছুই করতে পারি না। কিন্তু যীশু নিজে যেমন তার কাছে এসেছিলেন, এবং তাঁর বাক্য দ্বারা তাকে জীবিত করেছিলেন; ঠিক একইভাবে, যীশু নিজে আমাদের অন্বেষণ করেন, তাঁর আত্মা দ্বারা সুসমাচারের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় খুলে দেন (প্রেরিত ১৬:১৪), আমাদের নতুন জীবন দেন, নতুন হৃদয় দেন, আত্মিকভাবে জীবিত করেন। যীশুই আমাদের সেই জীবন দিয়েছেন।

কিন্তু আত্মিকভাবে জীবিত হলেও, আমাদের শেষ শত্রু হল শারীরিক মৃত্যু (১করিন্থীয় ১৫:২৬)। আমাদের পাপের পরিণাম হিসাবে যে মৃত্যু জগতে এসেছে, যীশু নিজে সেই মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছেন, আর তাই তিনি একদিন আমাদেরকে পুনরুত্থিত করতে চলেছেন। যোহন ৫:২৮-২৯ পদে যীশু বলেছেন, ***"এমন সময় আসছে, যখন কবরের সকলে তাঁর রব শুনবে, এবং যারা সৎকাজ করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যারা অসৎকাজ করেছে, তারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে।"*** যীশুর কথানুসারে, আমাদের প্রত্যেকের পুনরুত্থান হবে এবং আমাদেরকে তাঁর বিচারে দাঁড়াতে হবে। সেই বিচারে, যারা তাঁর, যারা তাঁর উদ্দেশে জীবন যাপন করে, তারা সকলে যখন অনন্তজীবন পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করবে; তখন যারা তাঁর নয়, যারা তাঁর উদ্দেশে জীবন যাপন করে

(অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

না, তারা অনন্ত মৃত্যু, শাস্তি ও অগ্নিহ্রদের যন্ত্রণা ভোগ করবে।

আর তাই, এই ঘটনার দ্বারা যীশু যে কেবল সেই বিধবাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন বা সেই মৃত যুবককে জীবিত করেছেন, তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেই রাজ্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যেখানে ঈশ্বর রাজত্ব করেন ও তাঁর প্রজা আমরা সেই রাজ্যের সমস্ত সুখ ভোগ করি, যার চূড়ান্ত পরিণতি পাপকে নির্মূল করে ও আমাদের পুনরুত্থিত করে তিনি সাধন করবেন।

৩। <u>যীশু স্বয়ং জীবনদাতা ঈশ্বর (১৬-১৭ পদ)</u>: যীশুর দ্বারা সাধিত এই অলৌকিক কাজ দেখে লোকদের প্রতিক্রিয়ার কথা ১৬-১৭ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন সকলে ভয়গ্রস্ত হল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করে বলতে লাগল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর উদয় হয়েছে,' আর 'ঈশ্বর নিজের প্রজাদের তত্ত্বাবধান করেছেন'। পরে সমুদয় যিহুদিয়াতে এবং চারিদিকে সমস্ত অঞ্চলে তাঁর বিষয় এই কথা ব্যাপিয়া গেল।"*** তারা যীশুর কাজ দেখে অবাক হয়েছে, মৃত্যুর উপর যীশুর কর্তৃত্ব দেখে তারা ভয় পেয়েছে। আর তাই তারা ঈশ্বরের গৌরব করেছে এবং যীশুর কথা সমস্ত স্থানে প্রচার করেছে। আজ আমরা যদি যীশুর সুসমাচারের মাধ্যমে তাঁর আত্মার দ্বারা নতুনজন্ম পেয়ে থাকি, তাঁর সন্তান হয়ে থাকি, আমরা সকলে তাঁর গৌরব করতে বাধ্য, তাঁর আরাধনা করতে বাধ্য। আমরা তাঁর কথা অন্যদের না বলে থাকতে পারব না, তাঁর সুসমাচার সকলের কাছে প্রচার করব। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তাঁর আরাধনা করব (রোমীয় ১২:১)। আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিনোদনের স্থানে, তাঁর কথা মানুষদের কাছে বলব। তিনি কেবল মহান ভাববাদী নন, তিনি ঈশ্বর।

এই ঘটনার মধ্যে আমরা আরও একটি তুলনা দেখতে পাই। সেই একমাত্র পুত্রের ন্যায় যীশুও পিতা ঈশ্বরের একজাত পুত্র। এই পুত্রকে যেমন তার বিধবা মা ভালোবাসত, ঠিক একইভাবে পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকেও ভালোবাসেন। যোহনের দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বর নিজে তা ঘোষণা করেছেন (লূক ৩:২২)। বিধবার এই পুত্র যেমন মারা গেছিল, যীশুও মারা যান, তাঁর নিজের পাপের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পাপের পরিবর্তে। আবার এই পুত্রের মতো যীশু নিজে মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়েছেন। তাই, আজ যদি আমি বা আপনি কোনও কষ্ট ভোগ করে থাকি, কিংবা কোনও ভাবে আমাদের জীবন বিধ্বস্ত হয়ে থাকে; আমরা মনে রাখব, আমাদের পক্ষে এমন একজন মহাযাজক আছেন, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হন, কারণ তিনি সমস্ত বিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হয়েছেন, বিনা পাপে (ইব্রীয় ৪:১৫)। তিনি আমাদের পাপের চূড়ান্ত পরিণাম, অর্থাৎ মৃত্যুর হূল পর্যন্ত সহ্য করেছেন, ও তার উপর জয়লাভ করেছেন (১করিন্থীয় ১৫:৫৫-৫৭)। তাই, আমাদের ঈশ্বর আমাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে কখনও মুখ ঘুরিয়ে থাকেন না, তিনি আমাদের কষ্ট উপলব্ধি করেন। কারণ, একদিকে খ্রীস্ট নিজে যেমন সেই দুঃখভোগ ও মৃত্যুর সহভাগি হয়েছেন, অন্যদিকে, নিজ পুত্রের সেই দুঃখভোগ ও মৃত্যুর সময় পিতা ঈশ্বর উপস্থিত থেকে তা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, আজ আমার-আপনার জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে তিনি বিনতি করছেন।

তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের কাছে পার্থিব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, এমনকী মৃত্যু, শেষ কথা নয়। আমাদের জীবনে এই সমস্ত বিষয়ের উপস্থিতি আর পাঁচজন মানুষের ন্যায় একইভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এদের দ্বারা আমরা দিশেহারা হব না, নিরাশাগ্রস্ত হব না। কারণ আমাদের আশাভূমি হল এমন ঈশ্বর যিনি নিজে এ সমস্ত ভোগ করেছেন এবং এদের উপর জয়লাভ করেছেন এবং আমাদের প্রতি পুনরুত্থানের প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যখন জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থিত হব, তখন তাঁর সঙ্গে আমরা চিরকাল বাস করব, তিনি আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন, মৃত্যু আর হবে না, শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথা আর থাকবে না (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩-৪)। আমরা যখন মৃত্যুছায়ার উপত্যকা দিয়ে যাব, কিংবা মৃত্যুর ছায়া যখন আমাদের বা আমাদের প্রিয়জনদের উপর নেমে আসবে, আমরা একে অন্যকে সান্নিধ্য দেব, কষ্টের ভার বহন করব, বিশ্বাসে উৎসাহিত করব, এবং বিশ্বাসে আগামী আনন্তজীবনের পুনরুত্থানে আস্থা রাখব। যীশু নিজে সেই পুনরুত্থান আমাদের জন্য অর্জন করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে বিশ্বাসী আমাদের দিতে চলেছেন। ধন্য তাঁর নাম!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com